যুগান্তর

তারিখ: 16 FEB 2013 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শর্তসাপেক্ষে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ করবে এডিবি

শাহনেওয়াজ

স্কুলে শিক্ষকদের পাঠদানের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও মনোযোগিতা বাড়ানোসহ বেশ কিছু শর্তসাপেক্ষে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ কর্মসূচির প্রস্তাব দিয়েছে। অন্য শর্তের মধ্যে রয়েছে পাঠ্যক্রমে কিছু পরিবর্তন, শিক্ষার ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ও বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা খাতে বাজেট নির্ধারণ করা। মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ কর্মসূচির জন্য এডিবির একটি প্রতিনিধিদল সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালীন তারা সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। এই আগ্রহের মধ্যে তারা কারিগরি সহায়তার বিষয়টিও উল্লেখ করেন। যা ইতিমধ্যে অনুমোদন করা হয়েছে।

এদিকে ২০১৩ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তারা মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছেন। যেখানে শিক্ষকদের পাঠদানের গুণগত উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয়। তবে তাদের কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে সরকারের শিক্ষানীতির একটি মেলবন্ধন খুঁজতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। কারিগরি সহায়তা দেয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে জানুয়ারি মাসে আলোচনা হয়েছে। একই সঙ্গে এডিবির প্রতিনিধি দল অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে আলোচনা হয়। জানা গেছে, বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এডিবি বেশ কিছু বিষয় পর্যবেক্ষণ করেছে। এই পর্যবেক্ষণে তারা মনে করে, স্কুলের শিক্ষকদের পাঠদানের ব্যাপারে বেশ কিছুটা আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। যে কারণে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এখন কোচিংয়ের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এক্ষেত্রে সরকারের বেশ কিছু নির্দেশনা থাকলেও, তা কোন কোন ক্ষেত্রে উপেক্ষিত। যে কারণে এডিবি শিক্ষকদের পাঠদানের মান উন্নয়নের ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

জানা গেছে, এডিবির শর্ত অনুযায়ী সরকারের পক্ষ থেকেও একটি কর্মপরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে এডিবি একমত হলেও কোন কোন বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে চূড়ান্ত করতে চায়। শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করতে শিক্ষার পাঠ্যক্রমে কিছুটা সংশোধনের প্রস্তাব রয়েছে এডিবির। বিশেষ করে ২০১১-২০১২ সালের মধ্যে যেভাবে বিজ্ঞান, অংক ও ইংরেজির পাঠ্যক্রম সংশোধন করা হয়েছে, আগামীতেও জাতীয় শিক্ষানীতির ভিত্তিতে বেশ কিছু পাঠ্যক্রমে সংশোধন আসতে পারে। তবে সরকারের পক্ষ থেকে বিজ্ঞান, অংক ও ইংরেজিতে কিভাবে আরও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দক্ষতা আনা যায় সে বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গুণগত মান উন্নয়নের বিষয়টি নিশ্চিত করতে চায় সরকার। ইতিমধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মান উন্নয়নের জন্য একটি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। যা শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিয়েছেন। এর পাশাপাশি শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের বিষয়টিও গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। তবে ২০১৫ সালের মধ্যে যেন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়, সে ব্যাপারে কর্মপরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর পাশাপাশি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে যেন শক্তিশালী করা যায় সে ব্যাপারেও নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

> শিক্ষকদের পাঠদানের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও মনোযোগিতা বাড়ানোর পরামর্শ

শিক্ষকদের স্কুলে পরীক্ষা নেয়ার পদ্ধতির ব্যাপারেও এডিবি বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছে। একই সঙ্গে শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা বলেছে। এডিবি প্রতিটি স্কুলে আইসিটি স্থাপনের ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছে। যেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এই আইসিটির মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। একই সঙ্গে আইসিটি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্কুল যেন উদ্যোগ নেয় সে ব্যাপারে তাগিদ রয়েছে এডিবির। শিক্ষকদের তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে অংক, ইংরেজি, বাংলা ও বিজ্ঞান পাঠদানের বিষয়ে নজর দেবে এডিবি।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে বাজেট পরিকল্পনার প্রতি গুরুত্ব দেয়ার পরামর্শ দিয়েছে এডিবি। বিশেষ করে শিক্ষা খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় অগ্রাধিকার দেয়া উচিত সে ব্যাপারে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি বলে এডিবি মনে করে।

এদিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য প্রতিটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে কম্পিউটার দেয়ার নতুন করে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে কম্পিউটার কেনার জন্য সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।